তারিখ 07 OCT 1989
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

দৈনিক বাংলা

প্রাথমিক শিক্ষা : একটি আবেদন

দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হলে এবং শিক্ষার মান উন্নত করতে চাইলে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার অত্যাবশ্যক। গ্রামে গ্রামে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা ছড়িয়ে দিতে হবে প্রতিটি গ্রামকে উদ্ভাসিত করতে হবে অক্ষর জ্ঞানের আলোর ঝলকানিতে। প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আন্তরিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার উল্লেখযোগ্য বিস্তার ঘটেছে ঠিকই কিন্তু লক্ষ্য এখনও অনেক দূরে। এর প্রধানতম কারণ গ্রামীন মানুষের, বস্তির কাঙ্গালী লোকদের চরম দারিদ্র্য। খরচের কারণেই এই গরীব পরিবারগুলি তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারে না। যারা ভর্তি হয়, তাদেরও একটা বড় সংখ্যা স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

দেশের জনসংখ্যার বিপুল গরিষ্ঠ অংশ গরীব পরিবারগুলির সন্তানদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে না আনতে পারলে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে না। এ জন্যই এই ছেলেমেয়েদের স্কুলে আনার জন্য বিশেষ ও বাস্তবোচিত ব্যবস্থা করতে হবে। পাঠ্যপুস্তক বৃত্তি ও স্টাইপেন্ডের আকারে আর্থিক সাহায্য, বছরে দুই সেট পোশাক এবং প্রতিদিন টিফিন দেয়ার ব্যবস্থা করা গেলে ছেলেমেয়েদের স্কুলে আনা সম্ভব হবে। সরকার রিলিফ খাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন। সেখান থেকে সামান্য কিছু নেয়া হলে এসব খরচের অর্থের সংস্থান হবে। এই খরচের ফলে একদিকে যেমন প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটবে অন্যদিকে তেমনি উন্নতি ঘটবে শিশু কিশোরদের স্বাস্থ্যেরও।

প্রথমদিকে পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে কিছু সংখ্যক নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই স্কীম চালু করা যায়। ফেনী জেলা ফেনী সদর উপজেলার ৩ নং ধারাহিপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত দক্ষিণ চাঁড়পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ প্রকল্প শুরু করা যেতে পারে। লেখাপড়ায় ও খেলাধুলায় এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছে প্রতি বছর অনেকেই পাচ্ছে সরকারী প্রাথমিক বৃত্তি। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টিকে এখনও সরকারীকরণ করা হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য উপরোক্ত পদ্ধতি অভিযান শুরু এবং ফেনীতে এই উদ্দেশে চাঁড়পুর স্কুলটিকে নির্বাচিত করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

কোববাদ আহমদ
চেয়ারম্যান ৩ নং ধারাহীপুর
ইউনিয়ন পরিষদ ফেনী।